নবরঙ্গ সঙ্গীতাঞ্জলী

রচয়িতা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত

:: প্রকাশক ::

কুপাপাতিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পক্ষে

শ্রীশত্রুঘ্ন মাহাত (সম্পাদক)

শুভ প্রকাশন :: অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ সাল

"এস পতিত পাবন মর্ত্ত ভুবন
করিবার তরে ত্রাণ
তব আগমনে হাসিবে জগৎ
কাঁদিবে গো শয়তান।"

মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া। মূল্য—৩০ পঃ

রং—প্রণাম গজানন,

এসে, দাও হে একবার দরশন ॥

১। এস মা আনন্দময়ী, এস হে মধুসূদন
এস মাগো বীণাপাণি, দাও দাসে অভয় চরণ ॥

২। দয়া কর 'মা' কাত্যায়নী দুঃখ হর হে বৃষ বাহন
সবার পদে মতি যতীর কর হে ভবতারণ।

রং—টুসুমনী প্রণাম জননী।
তুমি রাজার মেয়ে রুক্মিনী ॥

১। রূপে তোমার ভুবন আলো গুণে মোহে মেদিনী।
খিলজী রাজা চেয়েছিল করতে তোমায় রাজরাণী ॥ রং

২। গুপ্ত পথে পালিয়ে এলে রাখ্‌তে কূলের মানখানি।
মানভূমেতে এসে গো. মা নাম নিলে টুসুমনী ॥ রং

৩। ছাড়লে ভাষা, ছাড়লে পেষা, ছাড়লে সব আভরনী।
ছাড়লে না, 'মা' কুলের গরব, তাই তুমি কুলের রাণী ॥ রং

রং—অসহায়ের সহায় সমবায়

এ—কথা বলছে সারা দুনিয়ায় ॥

১। রাম আমাদের এমনি নেতা, নর বানর পাতায় মিতা।
নর বানরের সহায়তায় উদ্ধারিল "মা" সীতায়। রং

২। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেশ ভরে হাহাকারে।
সমবায়ের শক্তি নিয়ে "মা" বধিলেন সে মহাকায়॥ রং

৩। আলাদিনের মায়ার প্রদীপ এই আমাদের সমবায়।
যতীন বলে এই প্রদীপে নাশবে এবার সবার দায়॥ রং

রং—কাজ করি আয়, সবার তরে, হয়ে এক সাথী।
সমবায়ের হলো, এই নীতি॥

১। সবার তরে, সবাই মোরা, ভেবে সাথে করি বসতি।
দেখ সাথে থাকি মধু মাছি মধু খায় দিবারাতি॥

২। দারিদ্রতার তীব্র জ্বালা, ভালে লিখে নাইরে নিয়তি।
ওরে একা থেকে যত জ্বালা, তত মোদের দুর্গতি॥

৩। আজ রাজনিতিকে দূরে রেখে, কাম্য আজ অর্থনীতি।
বাস চালাবো, কল বসাবো, জ্বালাবো বিজলী বাতি॥

৪। বাপুজীর আন্দোলনে, পালালো ইংরাজ জাতি।
সমবায়ের আন্দোলনে, হটাবো আজ গরীবি॥ রং

৫। এবার বিভেদ ভুলি, আয়রে চলি গড়ি নূতন সমিতি।
আদর্শকে সামনে রেখে, কাজে দেখাই প্রগতি॥ রং

৬। এতে নাইকো বাধা, নাইকো নিষেধ, সবে আয় সকল জাতি
সমবায়ের সভ্য হয়ে পাল্টাবো সমাজ নীতি॥ রং

৭। দুঃখীর দুঃখ ঘুচবে এতে, কাঁদবে গো পুঁজিপতি।
আসবে নেমে, নূতন জীবন, যতীন কয় সবার প্রতি॥

রং—(আমি) ডেকে মরি, তবু কেন, দিচ্ছ না সাড়া?
জাগো মাটির মানুষ চাষীরা॥

১। আবে দিনের আবেদন কি, পৌঁছ নি তোদের পাড়া?
বারে বারে বিনয় করে সমবায়ে দাও সাড়া?
২। ইন্দিরাজীর অভয় বাণী শুনলিনি হতচ্ছাড়া?
সমবায়ের অস্ত্রাঘাতে কাটবেরে দুঃখ কারা?
৩। রুশ জেগেছে, চীন জেগেছে জেগেছে আজ কানাডা।
সারা ভারত জাগছে ওগো তুমি এবার হও খাড়া॥ রং

১। পার্ব্বতি—বলি ও বুড়ো শুনছো? না ভাঙ খেয়ে ঢুলছো।

রং—বলি বিদায় বুড়ো দাও তাড়াতাড়ি।
২। আমি যাবো গো বাপের বাড়ি॥

১। কত তোমার বয়স বলো, আছে কি তোমার জুড়ি?
তবু কেন থাকতে নারো দুদিন তোমার বউ ছাড়ি॥
২। সেথা যজ্ঞি হবে ভারি, ঘি পুড়বে হাঁড়ি হাঁড়ি।
আদেশ যেতে দাও হে সখা করো না আড়াআড়ি॥
৩। যেতেই যখন চাইছো সখী যাও তবে সিংহে চড়ি।
যতীন বলে আসবে না মা আসবে না আবার ফিরি॥

১। রং—সতীর বিহনে
পতি বসেছে গভীর ধ্যানে॥

২। ১। সতী নাই আজ, সতী নাই ভাই সতী নাই আজ ভুবনে।
পতি নিন্দা, শুনে সতী, ঝাঁপ দিয়েছে আগুনে॥
২। এমনি ধ্যানে মগ্ন ভোলে ডরছে পবন গমনে।
৩। ফুল ফুটে না ফল ধরে না গায় না পাখী ফাগুনে॥
৩। সুর পুরী বাসী সবে ডেকে কহে মদনে।
যে কোন উপায়ে পারো উঠাও হে পঞ্চাননে॥
৪। উঠবে না শিব খুলবে না চোখ না পেলে সতী ধনে।
তেমনি অনাদির আদি পেতে ভাবছে সদা যতীনে॥

রং—সতী ফিরে দাও প্রজাপতি।

কোপানলে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥

১। কিসে বুড়ো তুষ্ট হবে কহিছেন শচিপতি।
বিষ্ণু বলে বাঁচতে হলে দাও তারে ফিরে সতী॥

২। হিমালয়ের বুকে শীঘ্র যাও তুমি প্রজাপতি।
সতী সৃজন কর সেথা নামটি রাখ পার্ব্বতি॥

৩। হৃষ্টমতি প্রজাপতি ধায়িলেন রাতারাতি।
রাতারাতি ধ্যান বলে সৃজিলেন মহাসতী॥

রং—সতীর পরশে

বুড়ো উঠলো গো মৃদু হেসে॥

১। গলে দিয়ে বনমালা কয় কথা মধুর হেসে।
চেয়ে দেখ প্রিয় সখা দাঁড়িয়েছে কে এসে॥

২। আসন ছাড়ি সকল ভুলি উঠিলেন শিব হরিষে।
হারাধনে ফিরে পেয়ে অঙ্কেতে নিলেন তুলে॥

রং—চালাও অভিজান।

জন্ম নিরোধ কর তার প্রধান॥

১। আয় ললিতা শুনলো কথা আমার কথায় দে' লো কান।
এলো দেশে নবীন বেশে নারীর দুঃখ করতে ত্রাণ।

২। কুড়ির মধ্যে হলি বুড়ি রূপ হলো তোর অন্তর্ধান।
প্রতি বছর ছেলে হয়ে ওষ্ঠাগত তব প্রাণ॥

৩। অপারেশনে নাইকো ব্যথা নাইলো কোন অপমান।
যতীন বলে রাজী হলে আসবে ছুটে মটর যান॥

রং—দেশের দুর্দ্দিনে

বসে থাকিস না ঘরের কোণে॥

১। নূতন ধানে ঘর ভরেছে তাইকি আছো শয়নে।
উত্তর দিশে হুংকারিছে দস্যু চীনা ভাগনে।

২। ক্ষেতে লাঙ্গল চষিরে চল চলরে মায়ের আহ্বানে।
আলু কফি গম সরিষা লাগাই চল যতনে ॥

৩। মায়ের ডাকে হাজার ছেলে হিমালয়ের শিখরে।
তুচ্ছ করি হিমের বাতাস গাড় দিছে নিশিদিনে ॥

৪। খাবার যেন কমে না ভাই বলে লক্ষ্য রাখ যতীনে।
চাষী ভায়রা বড় সৈনিক ফলাও ফসল ময়দানে ॥

রং—রক্ষা ভাণ্ডারে
সোনা রাখিস না দে দান করে ॥

১। দেশের তরে, অকাতরে প্রাণ দিল কত বীরে।
তুমি কি পার না দিতে তুচ্ছ সে অলঙ্কারে ॥

২। কেউ দিয়েছে পতি ধনে কেউ বা নিজের কুমারে।
কেউ দিয়েছে সোনার ফসল কেউ বা শোনিত বুক চিরে ॥

রং—শপথ নিলো তোমার সন্তানে।
কাশ্মির দিবে না পাকিস্থানে ॥

১। কাশ্মির তোমার শুভ্র ললাট বিশ্ববাসী সব জানে।
ওমা সেই ললাটে করলে আঘাত সইবো বলো কেমনে ॥

২। কিছার ভূট্টো আয়ুব খানে ডরি না 'মা' মার্কিনে
সত্য ধর্ম্মে বলি মোরা ভয় করি না শমনে ॥

৩। কেঁদো না 'মা' মুছো অশ্রু দেখলে নিজের নয়নে।
অজেয় আজ ধ্বংস হলো তোমার ছেলের রামবানে ॥

রং - পৌষ পরব বাসী
বঁধু এস হে হাসি হাসি ॥

১। টুসুর গীতি গাহি মোরা গাহি হে সারানিশি।
টুসুর গান আর বাঁকা পিঠা দুই বড় ভালবাসি ॥

২। এখন এলে নারব যেতে পায়ে পড়ে কয় দাসী।
মদন জ্বালায় দগ্ধ হয়ে হরো না পরের সতী ॥

৩। আমায় তুমি ভুল বুঝ না আমি কভু নয় দোষী।
পর পিরিতে যায় না মতি যদিও নয় বিদুষী॥

৪। যতীন বলে থামাও এবার, শেষ হলো পেনের মসী।
জয়হিন্দ বলে বিদায় নিয়ে বলগো আজকে আসি॥

রং—আজকে লো তোর পেয়েছি চিঠি।
চিঠি করলো আমার সব মাটি॥

১। ভেবেছিনু সাথে লয়ে যাবো লো কালি মাটি।
দহ মোহানায় স্নানটি সেরে খাবো সাথে খিরকাটি॥

২। ছিল আশা সন্ধ্যাবেলা ঘুরবো লো বাসে উঠি।
জুব্‌লী পার্কে নেমে গিয়ে বসব লো মুখোমুখি॥

৩। আশা বড় মায়াবিনি একথা নিছক খাঁটি।
যতীন বলে কেঁদে কেঁদে কাটাও আর দিনদুটি॥

রং—বঁধুর চিঠি এসেছে ডাকে।
আমি পড়বো গো কাজের ফাঁকে॥

১। কত সুন্দর হাতের লিখা কেন কালিটি হলো ফিকে।
আমার চিঠি পেয়ে বঁধুর মনটি গেছে তার বেঁকে॥

২। হেথায় সবে ভাল আছে পাকা ধানে খেত ডাকে।
ভাদর বড় দুঃখে কেটে আজ্ঞি হাঁসে পরম সুখে॥

৩। আজকে আসি, পরবাসি, যাব হে প্রিয় সখে।
যতীন বাবু আমায় দিয়ে দিল টুসুর গান লিখে॥

দ্বৈত সঙ্গীত

স্ত্রী ঃ রং—বিদায় মাগি দাও প্রিয় সখা।
নিতে এসেছে আমার কাকা॥

১। দু চারিদিন থাক একা করো নাহে মু বাঁকা॥
তার পরেতে আস্‌বো ফিরে হবে না কথার ফাঁকা॥

পুঃ রং—পৌষ মাসের শীতে।
আমি পারবো না বিদায় দিতে॥

শীতের জ্বালা, কামের জ্বালা, মরবো লো দুই জ্বালাতে।
বড় সাধের বাঁকা পিঠা জুটলো না আর ভাগ্যেতে ॥

স্ত্রী : রং—অমন কথা না বলো কালা।
নচেৎ দেব তোমায় কান মলা ॥

'মা' রয়েছেন সাম্‌লাইবেন পৌষ পরবের ঝামেলা।
সন্ধ্যা হলেই খেতে দিবেন বাঁকা পিঠে একথালা ॥

পুঃ রং—বারে বারে করি লো বারণ।
আমায় করিস না ধন জ্বালাতন ॥

তারচেয়ে হাসি হাসি যাওনা দেখি চায়ের করো আয়োজন
একটু পরে মুচ্‌কী হেসে আবার দিও দরশন ॥

স্ত্রী : রং—সখা চা এনেছি নেও তুলে।
মাথার কিরে যেয়ো না ভুলে ॥

ছিঃ ছিঃ বঁধূ কি যে বলো মুখেতে দিতে তুলে।
দুষ্টু ভারি কিযে করো বেনেটি দিলে খুলে ॥

পুঃ রং—মাইরি তোমায় পেয়েছি বলে।
আমি বেঁচে আছি ভূতলে ॥

এস. এস, নিরালতে বসবো লো কুতুহলে।
একি ! তোমার অঙ্গে এতো রূপ বিধাতা দিল ভুলে ॥

স্ত্রী : রং—তুমি আমার ঠিক কালশশী।
শিরে শিখি নাই করে বাঁশি ॥

সুখে দুঃখে লেগেই আছে (তোমার) অধরে মধুর হাসি।
গরব করি সবার কাছে তোমায় পেয়ে এ দাসী ॥

পুঃ রং—তুমি আমার রায় বিনোদিনী।
তোমার আয়েন স্বামী কই শুনি ?

আছে তোমার আয়েন স্বামী শুনিনি তো কক্ষণি।
চিরদিনের মতো বিদায় তোমায় দেবো এক্ষনি ॥

স্ত্রী : রং—(আমি) রুক্মিনী গো নয় তোমার রাধা।
কেন বুঝ না অবোধ গাধা॥

বারে বারে নিষেধ করি সাদা গায়েতে দিতে কাদা।
আমায় তুমি ভুল বুঝ না আমি কভু নয় রাধা॥

পুঃ রং কেন বলিস লো কটু কথা।
মারবো এবার তোমায় তিনজুতা॥

রাগে আমার অঙ্গ কাঁপে পায় বড় প্রাণে ব্যথা।
সতীর মুখে পতি নিন্দা শুনতে হলো বিধাতা॥

স্ত্রী : রং সাবাস করি তোর মতন বীরে।
রোষে যাওনা দেখি সমরে॥

পাকিস্থান আর ইঙ্গচীনে চাইছে জোরে কাশ্মিরে।
আর তোমার মতন বীর পুরুষ সব আছো বৌয়ের টেঁপ ধরে।

পুঃ রং মাইরি ধনি তোর মাথার কিরে।
আমি চললি এবার সমরে॥

দেশের তরে মোরে দিলে কি আছে আর সংসারে।
তোমার মতো সতীলক্ষ্মী হয় যেন প্রতিঘরে॥

উভয়ে : —এসো মোরা পূজি মহেশে।
রণে জিত্‌বো গো তার আশিসে॥

নমঃ নমঃ পঞ্চানন শক্তি দেহ এ দাসে।
দেশের শত্রু মেরে যেন ফিরে আসি অক্লেশে॥

পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধের সময় রচিত সঙ্গীত নং ১১, ১২, ১৩।

রং বিদায় বন্ধুগণ
টুসুর গান করি ভাই সমাপন॥

১। বারে বারে তোদের কাছে করি আমি নিবেদন।
বাজে কথা বাজে খরচ করো না করি বারণ॥

২। আশা করি রাখবে মনে ভাবি সদা অনুক্ষণ।
লাগলে ভালো আদর করি দিও সখা আলিঙ্গন॥

৩। লোনের টাকা দিতে হবে হয়ে এলো যে সময়।
সমবায়ের আন্দোলনে মাতাও এবার ত্রিভুবন ॥
৪। প্রেমানন্দে সমস্বরে সবে বলো মাতরম্
জয়হিন্দ নিয়ে বিদায় নিলাম
সদা রেখো হে দেশের স্মরণ।

রং—নাই কিহে লাজ, তোমার অন্তরে।
ওকি বল্‌ছো হে বারে বারে।

১। ভারি ভুরি চল্‌বে না আর যেতেই হবে শিবিরে।
দশ বছরে পাঁচটি ছেলে ধরেছি এই জঠরে।
২। ভেবে দেখ প্রিয় সখা কত পাপ করছো সংসারে।
প্রায়শ্চিতঃ কর এবার নিজে গিয়ে শিবিরে ॥
৩। অন্ন বীনে কাঁদছে খোকা কাঁপছে হে দারুণ জাড়ে।
আর সহিতে পারবো না গো কহি আজ পায়ে ধরে ॥

"নিজের মায়ের খোঁজ রাখনা
বিশ্ব মায়ের প্রেম
তোদের জ্বালায় গলায় দড়ি
ডুবলো আমার নেম (নাম)
ছাড়রে এবার মায়ার আঁচল
বাঁধ প্রেমের রাখি হাতে,
ভাসিয়ে দে বিভেদের প্রাচীর
সমবায়ের স্রোতে ॥